দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

259

শিক্ষাঙ্গনে

বিদ্যালয়ে সেশন জট

বৃটিশ আমলে আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহে স্কুল যেমন শুরু হতো মার্চ মাস থেকে এবং শেষ হতো ফেব্রুয়ারী মাসে। সেকালে বিদ্যালয়গুলোর বার্ষিক পরীক্ষা হতো ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে। মার্চ মাস শুরুর সাথে সাথে পড়াশুনার কাজ পুরোদমে আরম্ভ হতো। তখনকার দিনে বই পুস্তকের সংকট বলতে কিছুই ছিল না। কারণ, দীর্ঘমেয়াদী সিলেবাস থাকায় ছাত্ররা ৮০ ভাগ পুরাতন বই নামকাওয়াস্তে মূল্যে কিনতে পারতো। গরীব ছাত্ররা বিত্তশালী পরিবারে ছাত্রদের কাছ থেকে বিনা মূল্যে বই আনতে পারতো। আবার যারা নতুন বই কিনতো, তারা বিভিন্ন পুস্তকের দোকান থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কিনতে পারতো অতি হ্রাসকৃত মূল্যে। সে সময় পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে বর্তমানের মত এত দীর্ঘ মুদ্রিতার নিয়ম ছিল না। এভাবে, ঐ সময় বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার কাজ শুরু হয়ে নির্বিঘ্নে শেষ হতো। শুষ্ক মওসুমের ঐ ৩/৪ মাস লেখাপড়া ভালভাবে চলায় পাঠ্য-পুস্তকের সব অংশই পুরোপুরিভাবে শেষ করা ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হতো।

ফলে ছাত্ররা বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতো। বিদ্যালয়সমূহের নকলের আধিক্য মোটেই ছিল না। বৃটিশ শাসন অবসানের পর এদেশে বিদ্যালয়সমূহের সেসন জানুয়ারী থেকে চালু করে ডিসেম্বর মাসে শেষ করা হতো। এ নিয়মানুযায়ী নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেও সেই একই ব্যবস্থা চালু আছে। ফলে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী এ তিন মাস বিদ্যালয়গুলোতে মোটেই লেখাপড়া হয় না। মার্চ মাস থেকে কিছু কিছু পড়াশুনা শুরু হলেও বই সংকট ও অন্যান্য কারণে বিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার কাজ নিয়ম মাফিক চালু হয় না। অতঃপর, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল শুরুর সথে সাথে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। ফলে ঝড় তুফান ও বন্যার কারণে বিদ্যালয়গুলো এক নাগারে বহুদিন বন্ধ থাকে। এভাবে বছরে আরও নানাবিধ কারণে বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকতে দেখা যায়।

তাছাড়া সাপ্তাহিক ছুটি, অন্যান্য ছুটি, গ্রীষ্ম, রমজান ও শীতকালীন ছুটির দরুন বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকে। এভাবে প্রতি বছর বিনা পড়ায় ৬/৭ মাস অতিক্রান্ত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ দিন বন্ধ থাকলে পল্লী এলাকার ছাত্র-ছাত্রী ৩/৪ দিন বিদ্যালয়ে আসে না। কিন্তু ১০/১৫ দিন বন্ধ থাকলে তারা আর বই-পুস্তকের কাছেও যায় না। তাই দেখা যায়, পরীক্ষার ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী গৃহশিক্ষক ও নকলের আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষায় পাস করে থাকে। অনুসন্ধানে আরো দেখা গেছে যে, এ দীর্ঘদিন বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকার ফলে পাঠ্যপুস্তকের এক তৃতীয়াংশ শেষ হয় না। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহশিক্ষক ও নকলের আশ্রয় নিতে হয়।

আমাদের মতে; দেশের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও পাঠ্যপুস্তকজনিত সংকটের কারণে মার্চ থেকে স্কুল, মাদ্রাসাসমূহের সেসন চালু করা একান্ত অপরিহার্য। কেননা, নভেম্বর ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রয়ারী শুষ্ক ও মনোরম আবহাওয়ার মাস। ঐ মাসগুলোতে প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগের আশংকা নেই। তাই, বিদ্যালয়গুলো ঐ মওসুমে চালু রাখলে তাদের পাঠ্যপুস্তক একাধিক বার শেষ করতে পারবে। বলা বাহুল্য, সেসন সংক্রান্ত অবলাবস্থা জ্যৈষ্ঠ ১৯৬৬ সনে জুলাই মাস থেকে সেসন চালুর ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বছর উক্ত সেসন চালুর সময় ১৮ মাসের পর নয়া সেসন চালু করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী বছর থেকে আবার উক্ত সেসনের বিলোপ সাধন করা হয়। আমরা মনে করি, জুলাই থেকে বিদ্যালয়সমূহের সেসন চালুর নান বাধা বিপত্তি রয়েছে তবে, মার্চ থেবে সেসন চালু করলে অনুরূপ দুর্যোগ ও বিপত্তির আশংকা খুবই কম থাকবে বলে আমাদের ধারণা।

সুতরাং বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার অচলাবস্থার দিক বিবেচনা করে, আর কালক্ষেপ না করে মার্চ মাস থেকে সেসন চালু করলেই বিদ্যালয়গুলোত লেখাপড়ার উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি হবে সন্দেহ নেই। 'ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ'

—আবু মোহাম্মদ আদীল